দৈনিক ইত্তেফাক

41

তারিখ 23 NOV 1991
পৃষ্ঠা 2 কলাম 6

নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার বিভ্রান্তি

কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত এক বিজ্ঞপ্তিতে ১৯৯২ সালে অনুষ্ঠিতব্য নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষায় মাধ্যমিক পরীক্ষা সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হইয়াছে। কারণ এই বিজ্ঞপ্তিতে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ নাই। (ক) নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার জন্য পৃথক উত্তরপত্রে পরীক্ষা হইবে কিনা, (খ) রচনামূলক পরীক্ষার পর নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা হইবে কিনা, (গ) নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষায় পরীক্ষার পৃথক আসন ব্যবস্থা হইবে কিনা, এবং (ঘ) নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীগণ টাস্কফোর্স কর্তৃক প্রণীত নৈর্ব্যক্তিক পুস্তিকা বাদ দিয়া পাবলিশার্স কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তক অনুসরণ করিবে কিনা।

উল্লেখ্য, একজন শিক্ষক হিসাবে আমি যতদূর জানি আমাদের অঞ্চলের স্কুলে আমরা ছাত্র-ছাত্রীদেরকে টিক চিহ্নের মাধ্যমে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর দেওয়া শিখাইয়াছি। কিন্তু কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে প্রতিটি নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর বৃত্ত অংকনের মাধ্যমে দেওয়ার জন্য নির্দেশ আছে। আমি মনে করি এই ব্যবস্থায় নৈর্ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য খুবই কঠিন হইবে, এবং সময় দ্বিগুণ লাগিবে। সেইহেতু নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার পরীক্ষা সংক্রান্ত বর্ণিত তথ্যাদি যাহাতে শিক্ষার্থীরা জানিতে পারে এবং নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর যাহাতে সহজ পদ্ধতি অর্থাৎ টিক চিহ্নের মাধ্যমে দিতে পারে, সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আবেদন জানাইতেছি।

—মোঃ মাহবুব উদ্দীন শেখ, গাছবাড়িয়া বাজার, গাছবাড়িয়া, চট্টগ্রাম।

॥ ২ ॥

সম্প্রতি কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক জারিকৃত নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা সংক্রান্ত একখানা বিজ্ঞপ্তি দেখিলাম। ইহা নিঃসন্দেহে অসম্পূর্ণ বিজ্ঞপ্তি। উল্লেখ্য, নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদেরকে টাস্ক ফোর্স কর্তৃক প্রণীত নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নাবলী অনুসরণ করিতে হইবে কিনা, সে সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তিতে কোন উল্লেখ নাই। আবার নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার পরীক্ষার জন্য পৃথক উত্তরপত্রে দিতে হইবে কিনা, অথবা উক্ত প্রশ্নপত্রেই উত্তর দিতে হইবে কিনা, সে সম্পর্কেও কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের কন্ট্রোলার সাহেব নীরব। আরও বিস্ময়কর ঘটনা এই যে, স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে টিক চিহ্ন দিয়া নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর দেওয়া শিখানো হইয়াছে। কিন্তু পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের ফরমান মোতাবেক প্রতিটি নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর বৃত্ত তৈরী করিয়া দিতে হইবে। এই ব্যবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীগণ অশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হইবে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে সম্ভব হইবে না। তাই ১৯৯২ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থিগণ যাহাতে টিক চিহ্নের মাধ্যমে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সুযোগ পায় তাহার ব্যবস্থা করার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ জানাইতেছি।

—মোঃ মিজানুর রহমান, সিলেট বাজার, সিলেট।